দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ঃ বাংলাদেশসহ ৯টি দেশ অভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অবস্থা, সীমিত সম্পদ এবং সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় সমাজকে সম্পৃক্তকরণের ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশসহ ন'টি উচ্চ জনসংখ্যার উন্নয়নশীল দেশে "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী ফলপ্রসূ হচ্ছে না। প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগের সমন্বিত সেল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ১৯৯৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর "সবার জন্য শিক্ষা" শীর্ষক দিল্লী ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলো হচ্ছেঃ ইন্দোনেশিয়া, চীন, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, মিসর, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও ভারত।

দেশগুলোর মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রধান উৎস হচ্ছে নারী-পুরুষ ভেদ। ন'টি দেশের মধ্যে অন্তত ছ'টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা হারেও নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। কয়েকটি দেশ অবশ্য বৈষম্য দূরীকরণে নতুন কর্মসূচী এবং দূরশিক্ষণ প্রকল্পের ব্যবহার করছে। এ ছাড়া দেশগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বয়স অনুসারে মোট ছাত্রভর্তির অনুপাত এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে। উন্নয়নশীল ন'টি দেশের সার্বিক মৌলিক শিক্ষা বাজেটে আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরিমাণ কম। একই সঙ্গে তারা এই খাতে নিজস্ব অতিরিক্ত সম্পদের সংস্থান করতে পারে না। এছাড়া স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতার অভাবে ন'টি দেশেই 'সবার জন্য শিক্ষা" ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং সমাজের সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত।

বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবিলায় কর্মকৌশল প্রণয়নে সহায়তা ও দিক-নির্দেশনার জন্য ছ'টি নীতি ঘোষিত হয়েছে। প্রতিটি শিশুর জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে বর্তমান বিদ্যালয়গুলো কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং নমনীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচী চালানো হবে। যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা কর্মসূচীতে সমর্থন দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বঞ্চিত কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার নীতি ও কর্মসূচীতে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়াও কিশোরী মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচীতে তালিকাভুক্ত করার বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও বিষয়সূচী যাতে দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার সঙ্গে খাপ খায় এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকে তা দেখতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিটি দেশেরই মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্যে অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় সূত্র থেকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের সার্বিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এ দেশগুলোতে সাধারণত যথাসময়ে সরবরাহের ব্যর্থতা, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের ভারসাম্যহীন বরাদ্দের কারণে অর্থের অপচয় ঘটে।

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে নিয়ে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব উঠেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এ ধরনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ধরনের কর্মসূচী নিয়ে গঠিত একীভূত মৌলিক শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবস্থাপনায় সফল হয়েছে।